40389 - কাযা রোজার আগে কিছু রোজা রাখা শুরু করবে যদি শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিন উভয় রোজা পালনের জন্য যথেষ্ট না হয়

প্রশ্ন

শাওয়াল মাসের যে কয়দিন বাকী আছে সেদিনগুলো যদি রমজানের কাযা রোজা ও শাওয়ালের ছয় রোজা রাখার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে কি কাযা রোজার আগে ছয় রোজা রাখা জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সঠিক মতানুযায়ী শাওয়ালের ছয় রোজা রমজানের রোজা পূরণ করার সাথে সম্পৃক্ত। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّامِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

(رواه مسلم 1164)

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখল অতঃপর এ রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যেন গোটা বছর রোজা রাখল।” [সহিহ মুসলিম (১১৬৪)]

হাদিসে উল্লেখিত ثُمَّ শব্দটি حرف عطف যা الترتيب (বিন্যাস) ও التعقيب (ক্রমধারা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।এদিক থেকে হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, আগে রমজানের রোজাপূরণ করতে হবে। সেটা সুনির্দিষ্ট সময়ে আদায় হিসেবে হোক অথবা (শাওয়াল মাসে) কাযাপালন হিসেবেহোক। অর্থাৎ রমজানের রোজা পূরণ করার পর শাওয়ালের ছয় রোজা রাখতে হবে। তাহলে হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব পাওয়া যাবে।কারণ যে ব্যক্তির উপর রমজানের কাযা রোজা বাকী আছে সেতো পূরণ রমজান মাস রোজা রাখেনি। রমজান মাসের কিছুদিনরোজা রেখেছে। তবে কারো যদি এমন কোন ওজর থাকে যার ফলে তিনি শাওয়াল মাসে রমজানের কাযা রোজা রাখতে গিয়ে শাওয়ালের ছয়রোজা রাখতে পারেননি। যেমন কোন নারী যদি নিফাসগ্রস্ত (প্রসবোত্তর স্রাবগ্রস্ত) হন এবং গোটা শাওয়াল মাস তিনি রমজানের রোজা কাযা করেন তাহলে তিনি জিলক্বদ মাসে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখতে পারবেন। কারণ এ ব্যক্তির ওজর শরিয়তগ্রেহণযোগ্য। অন্য যাদের এমন কোন ওজর আছে তারা সকলে রমজানের রোজা কাযা করার পর শাওয়ালের ছয় রোজা জিলক্বদ মাসে কাযা পালন করতে পারবেন। কিন্তু কোন ওজর ছাড়া

কউে যদি ছয় রোজা না রাখে এবং শাওয়াল মাস শষে হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি এই সওয়াব পাবনে না। শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: কোন নারীর উপর যদি রমজানরে রোজার ঋণ থকেে যায় তাহলে তার জন্য কি রমজানরে ঋণরে আগে শাওয়ালরে ছয় রোজা রাখা জায়যে হবে; নাকি শাওয়ালরে ছয়রোজার আগে রমজানরে ঋণরে রোজা রাখতহেবে? জবাবে তনিি বলনে: যদি কোন নারীর উপর রমজানরে কাযা রোজা থাকে তাহলে তনিি কাযা রোজা পালনরে আগে ছয়রোজা রাখবনে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّامِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

(رواه مسلم 1164)

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখল এবং এ রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যনে গোটা বছর রোজা রাখল।” [সহহি মুসলমি (১১৬৪)]

যার উপর কাযা রয়ে গছেে সতেো রমজানরে রোজা পূরণ করনেি। সুতরাং সে কাযা আদায়রে আগে এই রোজা পালনরে সওয়াব পাবে না। যদি ধরে নয়ো হয় যে, কাযা রোজা পালন করতে গোটা মাস লগেে যাবে(যমেন-কোন নারী যদি নফিাসগ্রস্ত হন এবং তনিি গোটা রমজানে একদনিও রোজা রাখতে না পারনে, শাওয়াল মাসে তনিি রমজানরে কাযা রোজা রাখা শুরু করনে, কন্তিু কাযা রোজা শষে করতে করতে জলিক্বদ মাস শুরু হয়ে যায়) তাহলে তনিজিলিক্বদ মাসে ছয়রোজা রাখবনে।এতে করে তনিি শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখার সওয়াব পাবনে। কনেনা তনিি বাধ্য হয়ে এই বলিম্ব করছেনে (যহেতেু শাওয়াল মাসে তার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভবপর ছলি না)। তাই তনিি সওয়াব পাবনে।[ফতোয়া সমগ্র ১৯/২০] দখেুন ফতোয়া নং- 4082 ও 7863।

এর সাথে আরকেটু যোগ করে বলা যায়, যে ব্যক্তি বশিষে কোন ওজররে কারণে রমজানরে রোজা ভঙ্গেছে সটো কাযা করা তার দায়ত্বিফেরজ। রমজানরে রোজা ইসলামরে পঞ্চবুনয়িাদরে অন্যতম। তাই এই ইবাদত পালনপ্রাধান্য পাবে এবং ফরজরে দায়ত্বি থকেে মুক্ত হওয়াকে অন্য মুস্তাহাব আমলরে উপর অগ্রাধকিার দতিে হবে। দখেুন প্রশ্ন নং- 23429।